ভোলাগিরিতে তৈরি হচ্ছে সবুজে মোড়া মিনি স্টেডিয়াম

নতুন বছরেই ক্রীড়াপ্রেমীদের হাতে ইন্ডোর স্টেডিয়াম : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৯ এপ্রিল : আগরতলা শহরের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত নির্মাণ কাজ চলছে তার অগ্রগতির কাজ শুক্রবার ঘুরে দেখলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সহিদ চৌধুরী। আগরতলা স্টেট গেস্ট হাউজ ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্কুলের পাশে নবনির্মিত স্টেডিয়ামের কাজ তিনি প্রথম পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে উমাকান্ত সুইমিং পুল, এন এস আর সি সি'র ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজের অগ্রগতির খবর নেবার পর ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রীড়া দপ্তরের কনফারেন্স হলে পর্যালোচনা সভা করেন। সেখানে ক্রীড়া দপ্তর, ক্রীড়া পর্ষদ এবং নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে নতুনভাবে বেশ কিছু কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত যেমন গ্রহণ করা হয় তেমনি যে সমস্ত নির্মাণ কাজ চলছে তা দ্রুত শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

এন এস আর সি সি'তে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ দেখছেন ক্রীড়ামন্ত্রী সহিদ চৌধুরী।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্কুল ও ত্রিপুরা স্টেট গেস্ট হাউজের পাশে অল্প কিছুটা সমতল জমির পাশে ছিলো আগাছায় ভরা একটি টিলা জমি। তার পাশেই ছিলো লুঙ্গা। যে জায়গাটিকে এলাকার মানুষ ভোলাগিরি মাঠ বলেই চেনেন। পড়ে থাকা এই জমিতে একটি মিনি স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতোমধ্যে তার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। মাটি কেটে বিশাল জায়গাটি সমান করার কাজ প্রায় শেষের পথে। কোন কোন জায়গাতে প্রায় আট ফুট জমি ভরাট করা হয়েছে। এখানে আরও কিছু নিচু জমি পড়ে রয়েছে। আজ পর্যবেক্ষণের সময় ক্রীড়ামন্ত্রী বাকি নিচু জমিও ভরাট করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, পুরো জমিটি ভরাট করে সবুজে মোড়া একটি মাঠ তৈরি করা হবে। তার পাশেই হাঁটা পথে ভগৎসিং যুব আবাসন। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, এই মাঠটিকে মূলত ব্যবহার করা হবে প্রশিক্ষণের জন্য। দ্রুত সেই মাঠের কাজের অগ্রগতি ঘটাতে উমাকান্ত সুইমিং পুলে। ইতোমধ্যে এই সুইমিং পুলের ড্রেসিং রুম, গ্যালারি ও ভি আই পিদের বসার জায়গা তৈরি হয়ে গেছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই তার উদ্বোধন হবে বলে জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে উমাকান্ত সুইমিং পুলের পুকুরে প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ শুরু হবে। পুরো পুকুর পাড় বাঁধানো হবে। তার চারপাশে হাঁটার ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে পুকুরে আটটি লেইনের সুইমিং পুল রয়েছে। নতুন করে আরও আটটি লেইন তৈরি হবে। যার ফলে একই সাথে দু'টি ইভেন্টের ফাইন্যাল একই সময়ে করা যাবে।

মাঝে ক্রীড়ামন্ত্রী নজরুল ছাত্রাবাসের কাজ দেখেন। সেখানে প্রায় দু'শোর মতো ছেলের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। তার কাজও দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। তিনি সেই কাজ দেখে আসেন এন এস আর সি সি'র ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ দেখতে। তিন হাজার পর্যালোচনা সভায় নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিকরা তা জানান। ইতোমধ্যে এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামের গ্যালারি নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ছাউনির কাজ শেষ হবে।

ঠিক হয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাডমিন্টন হল ও তার সংলগ্ন চারতলা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে। তার জন্য খরচ হবে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। ব্যাডমিন্টন হলটি হবে আন্তর্জাতিক মানের। তেমনি চারতলা বাড়ির কাজ শেষ হলে তাতে প্রশিক্ষণ চলবে বক্সিং, জুডো, ক্যারাটে, টেবিল টেনিসের মতো ইভেন্টগুলোর। এই কাজগুলো শুরু হলে এন এস আর সি সি'তে থাকা যোগা হলটি ভাঙতে হবে। সেই সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের যোগা প্রশিক্ষণের যাতে কোন ব্যাঘাত না হয় তার জন্য যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নিচে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে তা ব্যবহার করতে বলেন ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি দেখে আমি সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, যে সমস্ত কাজ চলছে তা যাতে দ্রুত শেষ করা যায় সে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সবাই আন্তরিক। তেমনি বেশ কিছু কাজ নতুনভাবে হাতে নেওয়া হবে। যার মধ্যে রয়েছে উমাকান্ত সুইমিং পুলের লেইন তৈরি, ব্যাডমিন্টন ও জুডো হল তৈরি। তেমনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ক্রীড়া দপ্তরের উপরে শুরু হবে মেয়েদের হস্টেল তৈরির কাজ।

একই সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, আজ আলোচনা হয়েছে দশরথ দেব স্টেডিয়াম নিয়ে। ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ড এই কাজটি করলেও তারা আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন লোক দিয়েই কাজ করাবে। ৩০ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারেন এমন স্টেডিয়াম তৈরি হবে। সেটা অবশ্যই হবে আন্তর্জাতিক মানের। একইসাথে তিনি বলেন, স্টেডিয়াম, সিনথেটিক ট্র্যাক ও